মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া (Fissure-in-Ano)

কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মলত্যাগকালে কোঁথ দেওয়ার কোঁথ দেওয়ার ফলে মলদ্বারের মাংসপেশী ও তৎপার্শ্ববর্তী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ ফাটিয়া যায় ও তজ্জন্য মল-ত্যাগকালে বা পরে নিদারুণ জালা অনুভূত হয় ও মল রক্তলাঞ্ছিত দেখায়। এইরূপ ফাটিয়া যাইবার সময় রোগীর অত্যন্ত যাতনা, এমন-কি মূর্ছা পর্যন্ত সাধারণতঃ যন্ত্রণা তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গ্র্যাফাইটিস ৬।—চিড়চিড়ে বেদনা, শ্লেষ্মাসহ অল্প পরিমাণে কঠিন ভেদ-নিঃসরণ। অশসহ মলদ্বার বিদারণ বা ফাটা ।

ঘটিয়া থাকে।

নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬-৩০।—মলত্যাগের সময় ও পরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কঠিন মল নিঃসরণ।

ইস্কিউলাস ৩।—মলদ্বারে জ্বালাকর ক্ষত ও কঠিন গাঁটযুক্ত অধিক পরিমাণে মলত্যাগ, পৃষ্ঠবেদনা।

র‍্যাটান, হিয়া ৩।—মলত্যাগের পর অত্যধিক জালাবোধ, কর্ত্ত নবৎ বেদনা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য।

হ্যামামেলিস ১ (রক্তস্রাব লক্ষণে) ৪ আর্সেনিক ৬ (রক্তস্রাব বা বেদনা না থাকা লক্ষণে) সময় সময় আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। — মলত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে মলদ্বারে তৈল বা স্নেহপদার্থযুক্ত মলম লেপন করিলে, মল সহজে নির্গত হইতে পারে। কোষ্ঠ-

কাঠিন্য থাকিলে উষ্ণ জলের পিচকারী বা আবশ্যক হইলে ক্যালেন্ডুলা অথবা হ্যামামেলিস, কিম্বা ইস্কিউলাসের মলম বাহ্যপ্রয়োগ করা বিধেয়।

পালনীয় নিয়ম।—কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

এবং প্রত্যহ স্নানের পূর্বে মলদ্বারে সরিষার তৈল প্রয়োগ করা হিতকর।

পথ্য।—পাকা পেপে, পাকা কলা, আঙ্গুর, আনারস, লেবু, কিশমিশ,

ভাত, রুটি, শাক-সব্জি, দুগ্ধ, ঘোল ইত্যাদি।

অপথ্য।—টক ও মিষ্টদ্রব্য, গড়, কচ, পুইশাক ইত্যাদি।